দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ JUN 01
পৃষ্ঠা ১২

দুর্নীতির দায়ে একমুখী শিক্ষা প্রকল্পের পরিচালক অপসারিত

ইনকিলাব রিপোর্ট

ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ভার চাপিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের পরিচালককে অপসারণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের (সেসিপ) আওতায় বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে চরম হেনস্তা হতে হয়েছে। ৪ কোটি ৯০ লাখ ২০ হাজার টাকার যথেচ্ছ ব্যবহার হলেও তীব্র সমালোচনার মুখে সরকারকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন থেকে পিছু হটতে হয়েছে। বলা হয়েছে, '৯৯ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্রকল্পটি ৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

দুর্নীতির দায়ে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

হাতে নিলেও বর্তমান জোট সরকারের মাঝামাঝি সময়ে মূল কাজ শুরু হয়। এই সময় প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় উপসচিব মোঃ বশিরুল হককে।

মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে জনাব বশিরুল হক বিভিন্ন অংকের অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। মাত্রাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন। একাই প্রকল্পের দু'টি গাড়ী ব্যবহার করেছেন তিনি। নিজ অফিস কক্ষে দু'টি এসি লাগিয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় ২৩১ জন লোক নিয়োগের নামে বিপুল অংকের অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। লোকবল নিয়োগের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত করেছেন। এসব বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য-প্রমাণও জমা পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। সব মিলিয়ে তাকে অপসারণে বাধ্য হয়েছে মন্ত্রণালয়। সূত্র জানায়, এ প্রকল্পে দাতা সংস্থার বরাদ্দ অর্থ ফেরৎ গেছে পরিচালকের কর্তব্য অবহেলা ও খামখেয়ালীর কারণে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে জানা গেছে যে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পের কাজ তেমন কিছুই না হওয়ায় এই প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেজ শুরু হবে ২০০৭ সাল থেকে। এজন্য পাওয়া যাবে আরো সাড়ে ৭ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলায় আধুনিক মাদ্রাসা স্থাপন ও তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের কর্মযজ্ঞও পরিচালিত হবে বিধায় অভিযুক্ত এ কর্মকর্তাকে পরিচালকের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। সূত্র মতে, প্রকল্পের কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য এক প্রকল্পের উপ-পরিচালকের দায়িত্ব পালনকারী উপসচিব, আফজালুর রহমানকে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে।